বিসিবি নির্বাচন ২০০৫

অসুস্থ রাজনীতির শিকার

রিপোর্ট **হাসান জামান**

১৯৯৭ সাল। তখনও পর্যন্ত দেশের ক্রীড়াঙ্গনে পেশাদায়িত্ব ব্যাপারটা ঠিকমতো আসেনি। তৎকালীন সরকার ক্রীড়াঙ্গনে পেশাদারিত্ব নিয়ে আসতে নির্বাচনের আয়োজন করে। এমনকি তখনও পর্যন্ত কোনো ক্রীড়া পরিষদের লিখিত গঠণতন্ত্রও ছিলো না। সে সময় এনএসসি'র (জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের) মাধ্যমে সরকার সব পরিষদের জন্য একটা মডেল গঠনতন্ত্র তৈরি করে। এটা মেনে নির্বাচন হবে। নির্বাচনের পর সব পরিষদ তাদের নিজস্ব গঠনতন্ত্র তৈরি করে নেবে।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) নির্বাচনের মাধ্যমে তখন নতুন কমিটি হয়। এর মধ্যেই দেশের ক্রিকেটে ঘটে যায় বিপুল পরিবর্তন। '৯৭তে বাংলাদেশ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন হয়। কিছুদিন পরেই আসে ওয়ানডে স্ট্যাটাস। এরপর টেস্ট স্ট্যাটাস, অর্থাৎ বিশ্ব ক্রিকেটে সর্বোচ্চ মর্যাদা পেতে বিসিবি সত্যিকারের একটা পেশাদার কাঠামো তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আর ক্রিকেটের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা তো ছিলই। তখন বিসিবি'র গঠনতন্ত্র ছিলো পুরনো ধাঁচের। সেখানে সভাপতির নেতৃত্বে সম্পাদকগণ দায়িত্ব পালন করতেন। এর মাঝেই চলে আসে ২০০১-এর নির্বাচন। তখন এই পুরনো ধাঁচের ব্যবস্থা বদলে আধুনিকায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নতুন গঠনতন্ত্রে সভাপতির নেতৃত্বে বোর্ড অব ডিরেক্টররা দায়িত্ব পালন করবেন- এরকম ব্যবস্থা করা হয়। ডিরেক্টরদের আলাদা দায়িত্ব থাকবে। তারা সরাসরি সভাপতির নেতৃত্বে কাজ করবেন। এই নতুন গঠনতন্ত্র মেনে ২০০১-এ বিসিবি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত পরিষদ তাদের কার্যক্রম শুরু করে।

২০০১ অক্টোবর। দেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়। বিএনপি আসে ক্ষমতায়। ২০০২-এর আগস্ট পর্যন্ত নতুন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত কমিটি তাদের কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করছিলো। শুধু এর মধ্যে যখন সভাপতি বদল হয় তখনই আসে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। তৎকালীন কমিটির কাউন্সিলর রফিকুল ইসলাম বাবু (এখন যুগ্ম সম্পাদক পদপ্রার্থী) বোর্ড অব ডিরেক্টর গঠন ঠিক নয়- এই মর্মে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার রায়ে কমিটি বিলুপ্ত করা হয়। সভাপতিকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করে ২ মাসের মধ্যে নির্বাচন দেয়ার আদেশ দেয়া হয়। নির্বাচিত কমিটি আদালতে যায়। এর মাঝে উপদেষ্টা পরিষদ বিসিবি পরিচালনা করছিলো।

webv cwZ›Øw›ØZvq wbewPZ
mvavviY m¤úv`K gvneej Avbvg

২০০৫ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক বছর। সে অনুযায়ী নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। সেখানে বলা হয়, ২০০৩-এর সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে। এই নির্বাচনে এটা একটা বড় বিতর্কের জায়গা। কারণ ২০০৩-এ কোনো নির্বাচিত কমিটি ছিলো না। নতুন সংবিধান করতে হলে নির্বাচিত কমিটি কাউন্সিলরদের সঙ্গে নিয়ে সংবিধান পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারে। যেখানে কোনো নির্বাচিত কমিটিই নেই সেখানে নতুন সংবিধান হয় কীভাবে?

বিসিবি নির্বাচনের পদ্ধতি হলো, কাউন্সিলররা পদপ্রার্থীদের মনোনয়ন প্রদান করেন ভোটের মাধ্যমে। কাউন্সিলর নির্বাচনেও স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। মোট কাউন্সিলর সংখ্যা ১৬৩ জন। তাদের নির্বাচন করা হয়েছে কয়েক শ্রেণীতে। প্রথমত, জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা বা ফোরাম। তাদের ভোট মোট ৬৮টি । তারপর আছে ঢাকার ক্লাবগুলো। তাদের ভোট ৫০টি। সাবেক ক্রিকেটার নির্বাচন করা হয়েছে ১০ জনকে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাবোর্ড, সশস্ত্র বাহিনী থেকেও কাউন্সিলর নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। আর্মি, নেভি, বিডিআর, ভিডিপি, আনসার- তারা লীগগুলোতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে না। তাই তাদের নির্বাচন কতটুকু যুক্তিযুক্ত? অন্যদিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাবোর্ড থেকেও কাউন্সিলর করা হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, মাত্র ২টি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিত ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করে। তাহলে তাদের নির্বাচনের যৌক্তিকতাও প্রশ্নবিদ্ধ। এবার সাবেক ক্রিকেটারদের কাউন্সিলর করা হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু সংবিধানে আছে, সাবেক ক্রিকেটাররা নিজেদের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে কাউন্সিলর নির্বাচন করবে। সেখানে বোর্ড সভাপতি আলী আসগর লবী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে কাউন্সিলর নিয়োগের ব্যাপারটা জানা যায়। প্রশ্ন হলো, তিনিই কী নিয়োগ দিয়েছেন? আর ক্রিকেটারদের নিজেদের ভেতরের নির্বাচন কী হয়েছে?

সরকারপন্থী প্যানেল

সহ-সভাপতি : শাহ নূরুল কবির শাহীন, শফিকুর রহমান মুন্না, খন্দকার জামিল উদ্দিন, ফোরামের জন্য সংরক্ষিত (গোলাম রসুল মোল্লা)
সাধারণ সম্পাদক : মাহবুবুল আনাম
যুগ্ম সম্পাদক : রিয়াজুদ্দিন আল মামুন, রফিকুল ইসলাম বাবু
কোষাধ্যক্ষ : আফজালুর রহমান সিনহা
সদস্য : আজিজ আল কায়সার টিটো, শামীম কবির, এ এস এম ফারুক, মিজানুর রহমান, সয়লাব হোসেন টুটুল, মির্জা সালমান ইস্পাহানি, লুৎফর রহমান বাদল, ফরহাদ আহমেদ (বাকি ১২টি পদে ফোরামের জন্য সংরক্ষিত) মাহমুদ জামাল, সৈয়দ জাহিদ হোসেন, আবদুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদুয়ান, কবির আহমেদ ভুঁইয়া, শাহীন আফতাবুর রেজা, কাজী মহিউদ্দিন বুলবুল, শফিকুল ইসলাম, আসাদুজ্জামান খসরু, এম আর সিদ্দিক লেমন, শহিদুজ্জামান শহিদ।

জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের কাউন্সিলর নিয়োগেও ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। সেখানে ১১টি পদের ক্ষেত্রে আপত্তিও আনা হয়। যদিও মাত্র ২টি আপত্তি টিকেছে। অন্যরা স্বপদেই বহাল আছেন।

এবার সরকার সমর্থিত একটি প্যানেল করে নির্বাচনকে একেবারেই রাজনৈতিক মেরুকরণ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও দ্বন্দ্ব ছিলো। সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মাহবুবুল আনামের বিরুদ্ধে ছিলেন সরকারিদল সমর্থনকারী শাহ নুরুল কবির শাহীন। পরবর্তীতে অবশ্য তিনি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। অন্যদিকে বিরোধী দলীয় প্রার্থী মাহমুদুল হক মানু সাধারণ সম্পাদক পদে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। তিনিও পরবর্তীতে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। মাহবুবুল আনামের সঙ্গে কোষাধ্যক্ষ আফজালুর রহমান সিনহাও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।

এখন নির্বাচনটা তাই এক ধরনের প্রহসনে পরিণত হয়েছে। কয়েকজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তারপরও সরকার সমর্থিত প্যানেলের জয় অবশ্যম্ভাবী।

এবার নির্বাচনে আরেকটা দিক হলো বিরোধী পক্ষের অনুপস্থিতি। তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণই করছে না। সবকিছু মিলিয়ে বিসিবি নির্বাচন হচ্ছে। অনেক প্রশ্ন থাকলেও উত্তর কিন্তু একটাই। দেশের ক্রিকেটের উন্নয়ন। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ভুলে দেশের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিতে হবে বহু দূর। এখানে রাজনীতি নয়, মুখ্য হলো ক্রিকেট। তবে খারাপ দিকটা হলো, এই রাজনৈতিকায়নের ফলে একটা বাজে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো। পরবর্তীতেও এর প্রভাব যে পড়বে না, এটা বলা যায় না। তারপরও ক্রিকেট এগিয়ে যাবে, দায়িত্বটা মূলত বোর্ডকেই নিতে হবে। আর দেশের মানুষের সমর্থন তো সব সময়ই আছে।

‘অবৈধ গঠনতন্ত্রের অধীনে প্রহসনের নির্বাচন’

সাজ্জাদুল আলম ববি
কাউন্সিলর, আবাহনী লিমিটেড

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনি কতদিন ধরে ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে কাজ করছেন?

সাজ্জাদুল আলম ববি : আমি প্রায় ২৬/২৭ বছর ধরে সংগঠক হিসেবে আছি। আবাহনীর সাধারণ সম্পাদক, বিসিবির গত কমিটিতে ছিলাম। এবারও আবাহনীর পক্ষ থেকে কাউন্সিলর হিসেবে আছি।

২০০০ : এবারের নির্বাচন সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

ববি : এবারের নির্বাচন, অবৈধ গঠনতন্ত্রের অধীনে প্রহসনের একটি নির্বাচন।

২০০০ : গঠনতন্ত্রটাকে আপনি অবৈধ বলছেন কেন?

ববি : নির্বাচিত কমিটি কাউন্সিলরদের সঙ্গে নিয়ে নতুন গঠনতন্ত্র করতে পারে। ২০০৩-এ কোনো নির্বাচিত কমিটিই ছিলো না। তাহলে গঠনতন্ত্র এলো কীভাবে?

২০০০ : আপনি তো বিগত কমিটির প্রেস ডিরেক্টর ছিলেন। এবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন না কেন?

ববি : এবারের নির্বাচন আমি এবং আরো কয়েকজন মিলে নীতিগতভাবে বর্জন করেছি। আমরা এই গঠনতন্ত্রের বিপক্ষে। অংশগ্রহণ করলে তো একরকম গঠনতন্ত্র মেনেই নেয়া হয়।

২০০০ : এই যে অবৈধ গঠনতন্ত্র বলছেন, এটার বিরুদ্ধে আপনারা কী পদক্ষেপ নিয়েছেন?

ববি : আমরা কোর্টে গিয়েছিলাম। সেখানে রায় আমাদের পক্ষে যায়। পরবর্তীতে তারা আবার আপিল করে। সেখানে রায়ের ওপর ৬ মাসের স্থগিতাদেশ আনা হয়। তারা বলছে ২০০৩-এর সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন। অথচ সেই সংবিধানটাই এখনো ঠিক হয়নি। এমনকি সংবিধানে যা আছে, তারা সেগুলোও ঠিকমতো মেনে চলছে না।

২০০০ : তাহলে আপনি বলছেন এই নির্বাচনটাই অবৈধ। সেক্ষেত্রে এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে আপনাদের কর্মসূচি কি?

ববি : আমরা হয়তো কোর্টে যেতে পারতাম। কিন্তু আমাদের ইনজাংশনের ওপর ৬ মাসের নিষেধাজ্ঞা। অন্যদিকে নির্বাচন হচ্ছে ২৭ আগস্ট। এ মাসের মধ্যে ফলাফল বেরিয়ে যাবে। এর বিরুদ্ধেও কোর্টে যেতে পারতাম। মজার ব্যাপারটা হলো, আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে কোর্ট দেড় মাসের জন্য বন্ধ। এ সময়টায়ও আমরা কিছুই করতে পারবো না।

২০০০ : নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাবটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

ববি : সবার ওপরে আসলে ক্রিকেটের উন্নয়ন। আমরা ইচ্ছা করলে গত উপদেষ্টা কমিটির বিরুদ্ধে আইসিসিতে যেতে পারতাম। কারণ আমরাই ছিলাম নির্বাচিত কমিটি। যেমন, কেনিয়াকে নিষিদ্ধই ঘোষণা করা হয়েছিলা। তাদের ৩টা গ্রুপ আইসিসিতে এসে বলে, তারাই সবকিছু। আমরা কিন্তু সেটা করিনি। আমরা চাই ক্রিকেটের সার্বিক উন্নয়ন। সেখানে রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতেই পারে। কিন্তু ক্রিকেটটা হলো মূল ব্যাপার। আর সবচেয়ে দুঃখজনক হলো, তারা একটা বাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। পরবর্তীতেও যে এরকম হবে না, এই নিশ্চয়তা কিন্তু এখন আর দেয়া যাচ্ছে না।